তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৫৫/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলোয়ার হোসেন খান
পিতা-মৃত মফিজ উদ্দিন খান
বর্তমান ঠিকানা- 'কালাম মঞ্জিল'
সমাজকল্যাণ গলি, কালিবাড়ি রোড
বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ সমীর কান্তি সরকার
উপ-পরিচালক (এম.আই.এস)
ও
বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ২০-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

২০১৩-১৪সেশনে সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোন্ বন্টননামার আলোকে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে তাহা অবগতকরণ প্রসঙ্গে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তথ্য প্রদান কর্মকর্তা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পেয়ে, গত ৩০ জুলাই, ২০১৫ ইং তারিখ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট ২০১৩-২০১৪ সেশনে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী নির্বাচন করেছেন তাহা কোন্ তথ্য উপাত্ত বা নীতিমালা অথবা কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাহা অবগত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু মহাপরিচালক-এর দপ্তর থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তথ্য প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং তারিখ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বাস্থ্য সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রতিকার প্রার্থনা করে আপীল দায়ের করেছিলাম (কপি সংযুক্ত)। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং তারিখে সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা আসন সমুহের একটি অস্পষ্ট জবাব প্রদান করেন (কপি সংযুক্ত)। তৎপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা আসন সমুহের তথ্য স্পষ্ট করণের লক্ষ্যে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য প্রদান কর্মকর্তা সম্পর্কে অবগত হয়ে পুনরায় আপনার বরাবরে তথ্য চাহিয়া তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র দায়ের করিলাম। যেহেতু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের মাধ্যমে জানা গেছে যে, সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০১১ অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৩-১৪ সেশনে সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালার ৪.৪ ধারায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নির্বাচন ও বন্টন প্রক্রিয়া স্পষ্ট নহে বিধায় জানা প্রয়োজন যে–

* উক্ত ভর্তি পরীক্ষায় ৮০% মেধা কোটা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ কত নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অধিকার করেছে এবং ৮০% মেধা কোটার আওতাভূক্ত সর্বশেষ শিক্ষার্থী উক্ত ভর্তি পরীক্ষায় কত নম্বর অর্জন করেছিল।
* একই সাথে অবশিষ্ট শিক্ষার্থী থেকে ২০% জেলা কোটার আওতাভূক্ত সর্বোচ্চ কত নম্বর অর্জন করে ১ম স্থান অধিকার করেছে এবং ২০% জেলা কোটার আওতাভুক্ত সর্বশেষ শিক্ষার্থী উক্ত ভর্তি পরীক্ষায় কত নম্বর অর্জন করেছিল।
* অনুরূপভাবে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সঠিকভাবে তৎপরবর্তী মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কত নম্বর পেয়ে উক্ত ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেছে এবং সর্বশেষ শিক্ষার্থী উক্ত ভর্তি পরীক্ষায় কত নম্বর অর্জন করে ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছিল তাহার প্রত্যেকটি রেজাল্ট সিট ফটোকপি করে অফিস প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত করে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

* একই সাথে বাংলাদেশ সরকারের কোন সিদ্ধান্ত অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ সেশনে সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোন্ বন্টননামার আলোকে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত বা বন্টননামার ফটোকপি সরবরাহ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো এবং ২০১৩-২০১৪ সেশনে যে পদ্ধতিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় শিক্ষার্থী নির্বাচন করে বন্টন করেছেন তাহা বাংলাদেশের কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটাভিত্তিক শিক্ষার্থী বন্টনের ক্ষেত্রে উক্ত বন্টন নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে বা অনুসরণ করেছেন তাহাও অবগতকরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০২-২০১৬ তারিখে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৩-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১০-০৪-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ০৪-০৫-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। শুনানীতে অভিযোগকারী ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ সমীর কান্তি সরকার, উপ-পরিচালক (এম.আই.এস) হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে তিনি আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যথাযথ নীতিমালা অনুসরন না করে ২০১৩-১৪ সেশনে সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য চূড়ান্ত ফলাফল তৈরী করা হয়েছে ।

৫। প্রতিপক্ষ ডাঃ সমীর কান্তি সরকার, উপ-পরিচালক (এম.আই.এস) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী, ঢাকা-১২১২, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং মাইগ্রেশন সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় তার দপ্তর থেকে অভিযোগকারীকে সঠিক সময়ে তথ্য প্রদান করতে পারেন নি । তবে বর্তমানে তিনি অভিযোগকারীকে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্য তথ্য প্রস্তুত করেছেন মর্মে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ২০১৩-১৪ সেশনে সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে এবং সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশক্রমে সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য চূড়ান্ত ফলাফল তৈরী করা হয়েছে ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অত্র কার্যালয়ে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে কমিশনের কাছে ২০১৩-১৪ সেশনে সরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যথাযথ নীতিমালা অনুসরন করে সরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য চূড়ান্ত ফলাফল তৈরী করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ডাঃ সমীর কান্তি সরকার, উপ-পরিচালক (এম.আই.এস) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী, ঢাকা-১২১২ কে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[বে.স]